১১/১১/২০০৩

দৈনিক ইনকিলাব [পৃঃ ৭ কলাম ৬]

বাদশা ফয়সল ইন্সটিটিউট : একটি আদর্শ স্কুল

রাজধানী ঢাকার অগণিত স্কুলগুলোর মধ্যে বাদশাহ ফয়সল ইনস্টিটিউট একটি সুপরিচিত স্কুল। প্রচলিত শিক্ষার সাথে ইসলামী শিক্ষার সমন্বয় সাধন করে আদর্শ নাগরিক সৃষ্টি করার অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাদশাহ ফয়সল ইনস্টিটিউট। সারাদেশে এমনকি বিদেশেও এ স্কুলের পরিচিতি রয়েছে। ঢাকার শ্যামলী রিং রোডের পার্শ্বে সত্তের বিঘা নিজস্ব জমির উপর প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয় ১৯৭৬ সালে। বালক ও বালিকা আলাদা দু'টি শাখা সকাল ৯-৩০টায় শুরু হয়ে বিকাল ৪-০০টা পর্যন্ত চলে। এখানে শিশু শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাদান করা হয়।

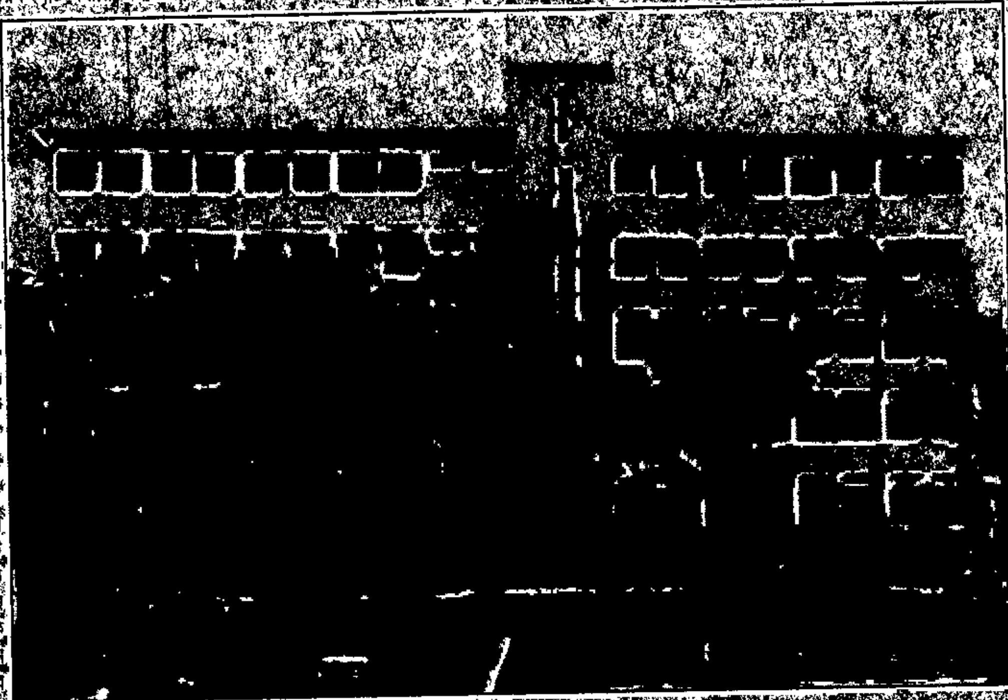

ইতোমধ্যে এ প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা বোর্ড ও শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে শুরু করে সর্বমহলের প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৯৫ সালে এ প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা বিভাগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পায় এবং প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক জনাব একেএম ফরিদ উদ্দিন খানকে শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষকের মর্যাদা প্রদান করা হয়। এ স্কুলের কার্যক্রম অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে অনেকটা পৃথক। এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রচলিত জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে সৎ ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইসলামী ও আধুনিক শিক্ষার বাস্তব প্রতিফলন সৃষ্টি করা হয়। ইংরেজী শিক্ষার জন্য বাস্তবভিত্তিক ও ব্যতিক্রমধর্মী পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। সাথে সাথে গণিত শিক্ষার মান উন্নত ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-

থাকেন। এ জন্য প্রশিক্ষিত অভিজ্ঞ ও প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার আলোকে ছাত্র-ছাত্রীদের ইংরেজী ও গণিত শিক্ষার মান উন্নত করার মত শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োজিত আছেন। বালিকাদের জন্য অভিজ্ঞ মহিলা শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পৃথক ভবনে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। নৈতিক মান উন্নত করার জন্য বিদ্যালয়ে অবস্থানকালীন ছাত্র-ছাত্রীদের সার্বিক দেখাশুনা করা হয়। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথকভাবে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, নৈতিক শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান, সেমিনার ও বিষয়ভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয়ে অবস্থানকালীন ছাত্র-ছাত্রীদের নামাজ জামাতের সাথে পড়া বাধ্যতামূলক। ধূমপান মুক্ত এ প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ম-শৃংখলা মেনে চলা ও শালীন পরিবেশ বজায়

অন্যান্য কার্যক্রমে ছাত্র-ছাত্রীদের সফলতা ও মান উন্নয়নের জন্য আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক মহোদয়, সম্মানিত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যান্য দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মচারী, কর্মকর্তাগণ সদা তৎপর। এমনকি আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক সাহেব ব্যক্তিগতভাবে অভিভাবকদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের খোঁজ-খবর নিয়ে ইতোমধ্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তারপরও সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকাগণও ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার খোঁজ-খবর জানিয়ে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ রক্ষা করেন ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে চিঠি প্রদান করেন। ৫ম-৮ম শ্রেণীর মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সরকারী বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সাথে সাথে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ভাল ফলাফলের প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য তৎপর রাখা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে স্কুলের নির্ধারিত পোশাকে নির্দিষ্ট সময়ে স্কুলের ক্লাসে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। ছাত্র-ছাত্রীদের আমল-আখলাকের প্রতি কঠোর নজর রাখা হয়। এজন্য প্রচলিত পরীক্ষার নির্ধারিত নম্বরের সাথে আমল-আখলাকের ১০০ নম্বরের ব্যবহারিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। দেশ ও জাতি আশা করে সুশিক্ষিত ও আদর্শ নৈতিক চরিত্রবান মানুষ, আর সে মানুষ তৈরী করার জন্য বাদশাহ ফয়সল ইনস্টিটিউট নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

■ ইয়াসিন ভুইয়া
নবম শ্রেণী